সমকাল

তারিখ 08 DEC 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

বাংলা একাডেমির প্রতি প্রকাশকদের আহ্বান

# সন্ধ্যায় বইমেলা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেবেন না

■ দীপন নন্দী

নিরাপত্তার কথা ভেবে সন্ধ্যায় অমর একুশে গ্রন্থমেলা বন্ধ হতে পারে জেনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন প্রকাশকরা। তারা বলছেন, বইমেলা সন্ধ্যা থেকেই জমে ওঠে– পরিণত হয় প্রাণের মেলায়। বই বিক্রিরও ধুম পড়ে। সন্ধ্যায় বইমেলার দরজা বন্ধ করা হলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তারা। তবে বাংলা একাডেমি বলছে, নিরাপত্তার বিষয়টি হালকা করে দেখা যায় না। সকলের মতামত নিয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সন্ধ্যায় মেলা বন্ধ হওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির নির্বাহী পরিচালক কামরুল হাসান শায়ক সমকালকে বলেন, বিষয়টি এখনও গুঞ্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই বাংলা একাডেমির এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সঙ্গত। মেলা সন্ধ্যায় বন্ধ হলে প্রকাশকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তিনি বলেন, স্কুল-কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থী ও অফিসফেরত মানুষ সন্ধ্যার পরেই মেলায় আসেন। ফলে মেলাটা বিকেল ৫টা থেকে রাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত জমজমাট থাকে। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

## সন্ধ্যায় বইমেলা বন্ধের

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

সন্ধ্যার পর বন্ধ হয়ে গেলে একটি বৃহৎ পাঠকশ্রেণী মেলা থেকে বঞ্চিত হবে। সম্প্রতি শেষ হওয়া উচ্চাঙ্গসঙ্গীত উৎসবের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, নভেম্বর মাসে অনেক বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে কঠোর নিরাপত্তার কারণে কোনো ধরনের সমস্যা হয়নি। আর জঙ্গি হামলার ভয়ে মেলা সন্ধ্যার পর বন্ধ করলে তো তাদের কাছে মাথানত করা হবে। প্রয়োজনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দ্বিগুণ বাড়াতে হবে।

মাওলা ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী আহমেদ মাহমুদুল হক বলেন, পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে, সকাল থেকে মেলা খুললেও কখনোই সে সময়ে পাঠক আসেন না। তারা আসেন সন্ধ্যার পর। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে মেলা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সময় প্রকাশনের ফরিদ আহমেদ বলেন, শুধু বিক্রিতে নয়, সামগ্রিকভাবেই মেলা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, সন্ধ্যার পর বইমেলায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে ছুটির দিনগুলোর দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হবে।

মেলার দিন কমিয়ে হলেও সময় ঠিক রাখার পরামর্শ দিয়েছেন শ্রাবণ প্রকাশনীর রবীন আহসান। তিনি বলেন, প্রয়োজনে মেলা ১৫ বা ২০ দিনে শেষ করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই সন্ধ্যার পর মেলা বন্ধ করা ঠিক হবে না। তিনি বলেন, দিনের বেলাতে নিরাপত্তার ঘাটতি হবে না, এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। দিনের আলোতেই জাগৃতির ফয়সাল আরেফিন দীপনকে হত্যা ও শুদ্ধস্বরের আহমেদুল রশীদ চৌধুরী টুটুলকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রকাশকদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান বলেন, এখনও মেলা পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়নি। কমিটি গঠনের পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রকাশকদের সঙ্গে আলোচনা করে মেলা কখন বন্ধ হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই প্রকাশকদের দেখা উচিত। আর তারা আর্মি স্টেডিয়ামের উৎসবের যে উদাহরণ টানছেন, তা ঠিক নয়। কারণ, সেখানে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল। গ্রন্থমেলায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।